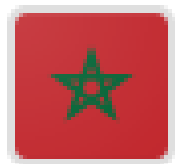




۲



O



সন্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026

প্রথম বর্ষ, প্রথম মাস, উনবিংশ সংখ্যা, শুক্রবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আষাঢ় ২৬, ইংরিজি ২০২৬, জুলাই ১০



ভাঙ্কে যাদের খেঁজা

দেশের জিডিপি
বৃদ্ধির দাবি
আইএমএফের

৯ জুলাই : বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যিক অনিশ্চয়তা, শুল্ক বৃদ্ধি এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেও ভারত বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বৃহৎ অর্থনীতিগুলির অন্যতম অবস্থান ধরে রাখবে বলে জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড বা আইএমএফ। সংস্থার জুলাই ২০২৬-র ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৪ শতাংশ হতে পারে। শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ ভোগব্যয় এবং পরিষেবা খাতের ধারাবাহিক সম্ভাব্যতার এই প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হবে বলে মনে করছে আইএমএফ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্ব অর্থনীতির গতি ২০২৬ সালে কমে ৩ শতাংশে নেমে আসতে পারে, যা ২০২৭ সালে কিছুটা বেড়ে ৩.৪ শতাংশ হবে। একই সঙ্গে বিশ্ব বাণিজ্যের বৃদ্ধির হারও ২০২৫ সালের ৫.৭ শতাংশ থেকে কমে ২০২৬ সালে ৩.৫ শতাংশে নেমে আসবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এর জন্য উচ্চ শুল্ক, সরবরাহ শৃঙ্খলের পুনর্বিন্যাস এবং ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাকে দায়ী করেছে আইএমএফ।

উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলির গড় প্রবৃদ্ধি ২০২৬ সালে ৩.৮ শতাংশ এবং ২০২৭ সালে ৪.৫ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস। এশিয়ায় চীনের প্রবৃদ্ধি ৪.৬ শতাংশে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, যেখানে ভিয়েতনামের প্রবৃদ্ধি ৭.৫ শতাংশ এবং মালয়েশিয়ার ৪.৭ শতাংশ হতে পারে।

অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ২০২৬ সালে ২.৩ শতাংশ এবং ২০২৭ সালে ২.২ শতাংশ

দ্বিতীয় পাতায়

ভারত-অড় সম্পর্কে নবদিগন্ত

৯ জুলাই : চুক্তি সই হবে টি-টোয়েন্টির গতিতে, কিন্তু সম্পর্কে থাকবে টেস্ট ক্রিকেটের ছোঁয়া। প্রধানমন্ত্রীর অস্ট্রেলিয়া সফরকে এভাবেই দেখছে গোটা বিশ্ব। মেলবোর্নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী উল্টা পলি আলবানিজ ও গর্ভনর জেনারেল স্যাম মেসিটনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বৈঠকের পরে, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সহযোগিতামূলক প্রকল্পের ঘোষণা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সফর, একদিক থেকে সফল বলেই ভাবছেন ভূ-রাজনীতিবিদদের একাংশ। সবচেয়ে বড় সাফল্য এসেছে, দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত ইউরেনিয়াম রপ্তানি চুক্তির চূড়ান্ত রূপরেখা নির্মাণের মধ্যে দিয়ে। ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দাবি, ভারতের ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক শক্তির চাহিদা পূরণ এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবস্থার সম্প্রসারণে এই ইউরেনিয়াম সরবরাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি, দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করে দেবে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ চুক্তিতে সই হয়েছে। সবুজ জ্বালানি, নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং ক্রিটিক্যাল মিনারেলস খাতে এই প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির বিকাশে সহায়তা দেবে। পাশাপাশি উভয় দেশের জ্বালানি ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করবে বলে জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে কস্ত্রিহেনসিভ ইকোনমিক কোঅপারেশন এগ্রিমেন্ট বা আলি ট্রেড প্যাক্ট দ্রুত চূড়ান্ত করার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে, যা আগামী দশে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে আরও বিস্তৃত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিষয়টিও বিশেষভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভারত বর্তমানে ‘চিপস থেকে শিপস’—সেমিকন্ডাক্টর মাইক্রোচিপ থেকে শুরু করে বৃহৎ বাণিজ্যিক জাহাজ নির্মাণ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি শক্তিশালী উৎপাদন ইকোসিস্টেম গড়ে তুলছে। এজি প্রযুক্তির সফল বাস্তবায়নের পাশাপাশি এজি প্রযুক্তির উন্নয়নেও ভারত দ্রুত এগিয়ে চলেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। দুই দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “বাড়ির দুখ অস্ট্রেলিয়ার এবং চা ভারতের।” তাঁর এই মন্তব্যের মাধ্যমে কৃষি, দুগ্ধশিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি এবং বাণিজ্যে দুই দেশের পারস্পরিক নির্ভরতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, আগামী কয়েক বছরে এই সহযোগিতা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে আরও উচ্চতায় পৌঁছে দিতে পারে শিক্ষা ক্ষেত্রেও এই সফরে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির কথা জানানো হয়েছে। প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক ভারতীয় শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দেন। তাদের সুবিধার্থে এবং আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাকে ভারতের আরও কাছে

অজ সফরের স্লিপেটস

- ভারত-অস্ট্রেলিয়া সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে ইউরেনিয়াম ও ৫০০ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ চুক্তি।
- সিইসিএ, সবুজ জ্বালানি ও প্রযুক্তি সহযোগিতায় জোর।
- ভারতের ৫ ও ৬-জি অগ্রগতি ও চিপস টু শিপসের কথা।
- শিক্ষায় ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটির গুরুগ্রাম ক্যাম্পাসের ঘোষণা।
- বাড়ির দুধ অস্ট্রেলিয়ার ও চা ভারতের- এই বক্তব্যের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন, চা-শিল্প, আমদানি ও রপ্তানিতে জোর।
- সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান স্পষ্টীকরণ।

পৌঁছে দিতে অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটিকে গুরুত্বপূর্ণ নিম্ন আন্তর্জাতিক ক্যাম্পাস স্থাপনের সরকারি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আগামী আগস্ট মাস থেকে সেখানে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে। এর

ফলে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা নিজেদের দেশেই অস্ট্রেলিয়ান পাঠ্যক্রম ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষার সুযোগ পাবেন। এদিকে, মেলবোর্নে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের এক বৃহৎ সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রবাসী ভারতীয়দের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতি, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতীয় সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য অবদান দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেছে।

উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রসঙ্গের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাসবাদের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন। তিনি 'অপারেশন সিন্দুর'-এর উল্লেখ করে জানান, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জঙ্গিদের গোপন আস্তানায় অভিযান চালিয়ে সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ককে ধ্বংস করা হয়েছিল। সেই অভিযানের প্রতিধ্বনি শুধু ভারতেই নয়, আন্তর্জাতিক পরিসরেও অনুভূত হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের নীতি 'জিরো টলারেন্স' বা শূন্য-সহনশীলতা। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যের প্রসার তখনই স্থায়ী ও ফলপ্রসূ হতে পারে, যখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকবে। সেই বার্তাই এই সংসদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মহলের কাছে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এর আগেও ওশিয়ানিয়ার দ্বীপরাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের প্রত্যক্ষ আলাপ-আলোচনা সংঘটিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী পেনি ওয়ং-ও জি-২০ বিদেশমন্ত্রী বৈঠক, কোয়াড বৈঠক এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য একাধিকবার ভারত সফর করেছেন। ২০২৫ সালেও দুই দেশের বিদেশমন্ত্রীর ওয়াশিংটন ডিসি, জোহাননেসবার্গ এবং কোয়াড বৈঠকের মতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে বৈঠক করেন। কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের মতে, বর্তমানে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বার্ষিক প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক, ২+২ সংলাপ, যৌথ বাণিজ্য ও বাণিজ্যমন্ত্রী কমিশন, প্রতিরক্ষা নীতি সংলাপ, জ্বালানী সংলাপ, সামুদ্রিক সংলাপ, সাইবার নিরাপত্তা সংলাপ, অর্থনৈতিক নীতি সংলাপ, শিক্ষা পরিষদ এবং পট্টন, কৃষি, জলসম্পদ, সন্ত্রাস দমন ও দক্ষতা উন্নয়ন-সহ একাধিক যৌথ কর্মগোষ্ঠী নিয়মিত বৈঠক করছে।

তুণমূল দিনে উচ্চশিক্ষার অন্তর্কথা

পরিসংখ্যান বনাম বাস্তব: বাংলার ক্যাম্পাসগুলিতে সেই সময় ঠিক যা যা ঘটেছিল...

ঋষি ঘোষ ও
শিবাজী লাহিড়ী

৯ জুলাই : দেশের উচ্চশিক্ষায় ভর্তির হার, ছাত্রীদের অংশগ্রহণ এবং তফসিলি জাতি-উপজাতি শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ধারাবাহিক উন্নতির ছবি উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রকাশিত অল ইন্ডিয়া সার্ভে ২০১৮ হয়ার এডুকেশন (এশী) ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ প্রতিবেদনে। বৃদ্ধার প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে, উচ্চশিক্ষায় গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও প্রথমবার ৩০ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ২০১৪-১৫ সালে ছিল ২৩.৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে দেশের মোট উচ্চশিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪.৫০ কোটি, যা ২০১৪-১৫ সালের তুলনায় ৩১.৫ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে ২.৪৪ কোটিতে পৌঁছেছে। এক দশকে মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪২.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ বেড়ে পৌঁছেছে ৩১.২ শতাংশে। যেখানে ২০১২-১৩ সালে তা ছিল ৩০.২ শতাংশ ও ২০১৪-১৫ সালে ছিল ২২.৯ শতাংশ। ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের অংশগ্রহণ মাপতে কেন্দ্রীয় সরকার জেন্ডার প্যারিটি ইন্ডেক্সের ব্যবহার করে সেই সূচকে ২০২৩-২০২৪ সালে প্রতি একশো জন ছাত্র পিছু, ১০৮ জন ছাত্রী উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। এশী রিপোর্ট অনুসারে প্রতিমবক্ষে, সামগ্রিক ভাবে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সে প্রতি একশো জন ছেলে পিছু, ১০১ জন ছাত্রী কলেজে ভর্তি হয়েছে। তেমনই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাক্ষেত্রে, একশো জন ছাত্র পিছু, ১৩৯ জন ছাত্রী শিক্ষালাভে এগিয়েছে। কিন্তু মূল সমস্যাটি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আলাদা করে ভাঙলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে পিএইচডি কোর্সে জেন্ডার প্যারিটির মান ০.৬৭। অর্থাৎ প্রতি একশো জন ছাত্র পিছু, ৬৭ জন ছাত্রী পিএইচডি কোর্সে ভর্তি হয়েছেন ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত। এর ফলে কোর্সে এই মান ০.৬৯। মাস্টার্স কোর্সগুলিতেই কেবলমাত্র ১.৩৯

মানে রয়েছে জেভার প্যারিটি। অপরদিকে, আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সে জেভার প্যারিটি এক টুইটুই (০.৯৪) হলেও, পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ও ডিপ্লোমা কোর্সের ক্ষেত্রে এই মান যথাক্রমে ০.৭৫ ও ০.৬৭। মাস্টার্স কোর্স বাদ দিলে, বাকি কোনও কোর্সেই জেভার প্যারিটি সমান হতে পারেনি। শিক্ষানুরাগীদের একাংশের অভিমত, বাস্তব জেভার প্যারিটির মান রিপোর্টের সমতুল্য কখনোই নয়। তাঁদের দাবি, এই মূল্যায়ণগুলি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া ডেটার মাধ্যমেই হয়। দীর্ঘ পনরো বছরের তৃণমূল জমানায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যেভাবে রাজনীতিকরণ হয়েছিল, তাতে প্রদত্ত ডেটার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। ২০২০ পর্বতী একটা দীর্ঘ সময় তৎকালীন রাজ্য সরকার বাসা টালবাহানায় জাতীয় শিক্ষানীতির প্রয়োগে ক্রমাগত বাধা দিয়ে গিয়েছিল। এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ‘ঘরের মধ্যে মশারি’-র মতো পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশে একা অদ্ভুত অবস্থানে পৌঁছায়। ঠিক কীরকম এই কিস্তিকিমাকার

তৃণমূল জমানায় দুই দফার শিক্ষামন্ত্রী
ব্রাত্য বসু ২০০৫ সালে একটি নাটক
করেন। নাম ‘পেজ ফোর: ইটস অলসো এ
গেম’। এই নাটকের একটি সংলাপ ছিলো,
“আমাদের সকলকে এক-একজন লোকাল
কালচারাল মাফিয়া হয়ে উঠতে হবে।”
ব্রাত্য আমলেই এই সংলাপ যে এতটা
আক্ষরিক হয়ে উঠবে ও পশ্চিমবঙ্গকে
এডুকেশন মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য করে
তুলবে, সেটা বোধহয় কেউই ভাবেননি।
কিন্তু এই অধঃপতন হিমশৈলের চূড়া মাত্র।

অবস্থা? উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রীদের অংশবৃদ্ধি যেখানে সারা ভারতবর্ষে সাধারণ চিত্র, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে কন্যাশ্রী সহ নানা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যত 'লোভ' দেখিয়ে কোনকমতে ছাত্রীদেব একরোলমেম্বের আওতাধাই ফেলে তৎকালীন তৃণমূল সরকার। এদের অধিকাংশই কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস করতেন না। যেখানে ৭৫ শতাংশের বেশি উপস্থিতি বাধ্যতামূলক, সেখানে উপস্থিতি 'ম্যানেজ' করতেন- ইউনিয়নেরই দাদা-দিদিরা। পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার জন্য দেদার নকল সাপ্লাইয়ের কাজটাও এই ইউনিয়নের দাদারাই প্রধান বলে অভিযোগ। কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা তোলার জন্য প্রথন বা কাউন্সিলরের সই-সিল করা ফাঁকা লেটারহেড সর্বত্রই সহজলভ্য ছিল। ফলে বিবাহিত ও গর্ভবতীরাও দিব্যি নিজেদের অবিবাহিত বলে চালিয়ে দিতেন। এই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি নিঃস্বাস প্রশ্বাসের মতো এতোটাই স্বাভাবিক ছিলো যে মালদা জেলার জনৈক প্রভাবশালী নোটা একটি অনুপ্রবেশকারী পরিবারকে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দিয়ে বসেন। পরবর্তীতে এই দায় মেনে নিয়ে তিনি জেলার বাইরের অন্য একটি জেলা আদালতে গিয়ে মুচলেকাও দিয়ে আসেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি কলেজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অশিক্ষক কলেজ কর্মী, পরিহাসের সুত্রেই বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের অনেকে ক্লাস বা সাবজেক্টের নামটাও সঠিকভাবে বলতে পারবে না। কিন্তু কলেজের কোন ক্লাকের কাছে গেলে কোন স্কলারশিপের টাকা বিনা বামোলায় আছোউন্টে ঢুকে যাবে, সে সবই তাদের নখদর্পণ'।

তৃণমূল জমানায় দুই দফার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ২০০৫ সালে একটি নাটক করেন। নাম ‘পেজ ফোর: ইটস অলসো এ গেম’। এই নাটকের একটি সংলাপ ছিলো, “আমাদের সকলকে এক-একজন লোককে কাঁচাচারাল মাফিয়া হয়ে উঠতে হবে”। ব্রাত্য আমলেই এই সংলাপ যে এতটা আক্ষরিক হয়ে উঠবে ও পশ্চিমবঙ্গকে এডুকেশন মাফিয়াদের স্বর্ণরাজ্য করে তুলবে, সেটা বোধহয় কেউই ভাবেননি। কিন্তু এই অধঃপতন হিমশৈলের চূড়া মাত্র.. **(চলবে)**

বাজারে এলো
বিএসএনএলের
স্যাটেলাইট ফোন

৯ জুলাই : মোবাইল টাওয়ার বা প্রচলিত স্টেলার নেটওয়ার্ক যেখানে পৌঁছায় না, সেই দুর্গম অঞ্চলগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নিশ্চিত করতে স্যাটেলাইট ফোন পরিষেবাকে আরও সম্প্রসারণ করছে ভারত সঞ্চারণ নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল)। সংস্থা ১,৩৪,১৬৬ মূল্যের একটি ইনমারস্যাটভিত্তিক স্যাটেলাইট ফোন বাজারে এনেছে, যা মূলত প্রতিরক্ষা, দুর্যোগ মোকাবিলা, সমুদ্রযাত্রা, খনি এলাকা, দুর্গম অঞ্চলে কর্মরত সংস্থা এবং অ্যাডভেঞ্চার অভিযাত্রীদের মতো বিশেষ ব্যবহারকারীদের জন্য তৈরি।

বিএসএনএলের মতে, এই ফোনটি সাধারণ স্মার্টফোন নয়। এটি সরাসরি উপগ্রহের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে। ফলে মোবাইল নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকলেও ভয়েস কল করা, জরুরি অবস্থায় যোগাযোগ এসওএস সংকেত পাঠানো এবং দীর্ঘ সময়ের যোগাযোগ বজায় রাখা সম্ভব। কঠিন পরিবেশে ব্যবহারের উপযোগী রাগডন্ড নকশা এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি এই ডিভাইসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সংস্থা জানিয়েছে, এই স্যাটেলাইট ফোন সাধারণ খুচরো বাজারে বিক্রি হবে না। প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি বিএসএনএলের সঙ্গে যোগাযোগ করে আবেদন করতে হবে। আবেদনকারীর ব্যবহারের উদ্দেশ্য হ্যাচাইয়ের পরই পরিষেবা প্রদান করা হবে।

এই পরিষেবা মূলত সীমান্ত, দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল, গভীর সমুদ্র, *দ্বিতীয় পাতায়*



সম্পাদকীয়

ওম সহনাববতু, সহনৌভুনক্তু, সহবীর্ষং করবাবহে... বাজছে উপনিষদের সুর, সামনের সাদাকালো বাইক্রেম স্ক্রিনে ফুটে উঠছে গ্রাম্য ভারতীয় নারীদের চরখা কাটার পরপর স্পিটেস। খাদির প্রসার ও প্রচারের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রক এই বিজ্ঞাপনটির নির্মাণ করেছিল। কণিকা মায়ারের নির্দেশনায় ও পণ্ডিত রবিশঙ্করের সুরে সেই বিজ্ঞাপনটি দেখেননি, এমন লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। সেই একই সুর ভুলতে বসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারা। গ্রামবাংলার অর্থনীতিতে খাদির গুরুত্ব অনুধাবন করে পশ্চিমবঙ্গের খাদিশিল্পকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপি সরকার। বুধবার, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর করা এক্স হ্যাণ্ডেলের একটি পোস্টে উঠে এলো সেই উপনিষদের সুরের এক বলক। শুভেন্দু তাঁর নিজস্ব এক্স হ্যাণ্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছেন, বীরভূমের ২০ জন নারী বয়নশিল্পী ৬০০ বর্গফুটের একটি বিশাল তিরঙ্গা সম্পূর্ণ খাদি কাপড়ে ও প্রচলিত বয়ন পদ্ধতিতে তৈরি করেছেন। এই পতাকাটি তৈরি করতে তাঁদের সময় লেগেছে প্রায় এক মাস। তৈরি হওয়ার পরে, পতাকাটি ডিভিসি বা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ডিভিসি’র প্রতিষ্ঠা দিবসে পতাকাটি উত্তোলন করা হয় মাইথন ড্যামের ওপরে। কেবল একটি জাতীয় পতাকা নির্মাণ নয়, এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বাংলার দীর্ঘদিনের খাদি-ঐতিহ্যকে নতুন করে সামনে আনার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় খাদি

কেবল একটি কাপড়ের টুকরো ছিল না; খাদি ছিল আত্মনির্ভরতা, স্বদেশি চেতনা এবং গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠনের প্রতীক। সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করেই আজও বাংলার বহু প্রান্তিক পরিবার জীবিকা নির্বাহ করেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর পোস্টে জানিয়েছেন, বীরভূমের এই নারী বয়নশিল্পীদের প্রচেষ্টা ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এবং ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করেছে। একই সঙ্গে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক, মহকুমাশাসক এবং বিডিওদের স্থানীয় শিল্পীদের কাছ থেকে জাতীয় পতাকা সংগ্রহ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, এর ফলে যেমন গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ ঘটবে, তেমনই স্থানীয় কারিগরদের আয় বৃদ্ধির নতুন সুযোগ তৈরি হবে। স্বাধীনতার আট দশক পরেও খাদি শুধুমাত্র অতীতের কোনও স্মারক নয়; বরং ভারতের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। বীরভূমের এই বিশাল তিরঙ্গা গ্রামীণ বাংলার নারীশক্তি, ঐতিহ্য এবং স্বদেশি শিল্পের পুনর্জাগরণের এক প্রতীক হিসেবেও উঠে এসেছে। মাইথন বাঁধের ওপরে উড়তে থাকা ৬০০ বর্গফুটের সেই খাদির তিরঙ্গা যেন আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছে— তিনি (ঈশ্বর) যেন আমাদের উভয়কে রক্ষা করেন, তিনি যেন আমাদেরকে পোষণ করেন, আমরা যেন একসঙ্গে শক্তি ও উৎসাহের সঙ্গে কর্ম করি, আমাদের অধ্যয়ন যেন তেজস্বী ও ফলপ্রসূ হয়, আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিদ্রোহ পোষণ না করি।

আইএমএফের

প্রথম পাতার পরে

হারে বাড়তে পারে। ইউরোজোনে প্রবৃদ্ধি মাত্র ০.৯ শতাংশ, যুক্তরাজ্যে ১ শতাংশ, জাপানে ০.৬ শতাংশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ২.৬ শতাংশ হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমএফ। মধ্যপ্রাচ্যে হরমুজ প্রণালীর দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থার প্রভাবে ২০২৬ সালে প্রবৃদ্ধি কমে ০.৭ শতাংশে নেমে আসতে পারে। সৌদি আরবের প্রবৃদ্ধি ১.৭ শতাংশ হলেও ইরানের অর্থনীতি -৫.৪ শতাংশ সংকুচিত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। আইএমএফ আরও সতর্ক করে বলেছে, বিশ্বজুড়ে মূল্যস্ফীতি কমার ধারায় সাময়িক বিরতি আসতে পারে। ২০২৫ সালের ৪.১ শতাংশ থেকে ২০২৬ সালে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৪.৭ শতাংশে পৌঁছিতে পারে। এর প্রধান কারণ জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি। পরে ২০২৭ সালে তা কমে ৩.৯ শতাংশে নামতে পারে। আইএমএফের মূল্যায়ন অনুযায়ী, বর্তমান বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভারতের অর্থনীতি শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা, পরিষেবা খাতের সম্প্রসারণ এবং তুলনামূলক স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর ভর করে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে নিজের অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হবে। অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা এবং বৈশ্বিক মন্দার আশঙ্কার মধ্যেও ভারত যদি বিনিয়োগের গতি বজায় রাখতে পারে, তবে আগামী কয়েক বছরেও বিশ্বের অন্যতম প্রধান বৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে।

সীমান্ত নিরাপত্তায় জোর

বর্ডার সংলগ্ন জেলার এসপিদের নিয়ে বৈঠকে শাহ

৯ জুলাই : সীমান্ত নিরাপত্তাকে আরও আধুনিক, সমন্বিত ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে ‘স্মার্ট বর্ডার’ গড়ে তোলার উপর জোর দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার নয়াদিল্লিতে ল্যান্ড বর্ডার ডিস্ট্রিক্টস’ সুপারিনটেনডেন্টস অব পুলিশ কনফারেন্স-২০২৬-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিশ্বের অন্যতম আধুনিক ব্যবস্থায় পরিণত হবে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী, রাজ্য প্রশাসন, কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী ‘চতুর্মুখী নিরাপত্তা বলয়’ গড়ে তোলা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নিরাপদ সীমান্ত, সমৃদ্ধ সীমান্ত অঞ্চল এবং সচেতন সমাজ—এই তিনটি স্তম্ভই দেশের নিরাপত্তাকে আরও শক্তিশালী করবে। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে জম্মু-কাশ্মীর, উত্তর-পূর্ব এবং নকশালপ্রবণ এলাকায় সন্ত্রাসবাদ ও নকশালবাদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। আগামী তিন



বছরের মধ্যে মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধেও বড় আঘাত হানা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অমিত শাহ জানান, সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণরূপে রুখতে কেন্দ্র একটি স্থায়ী ও শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। তাঁর কথায়, "আগে সমস্যাগুলি ছিল স্থায়ী, আর সমাধান ছিল সাময়িক। বর্তমান সরকার সমস্যার মূল উৎসে আঘাত করে স্থায়ী সমাধানের পথে এগোচ্ছে।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, সীমান্ত অবকাঠামো উন্নয়নে মোদী সরকার ৪০০ শতাংশ বেশি বিনিয়োগ করেছে। ‘ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস প্রোগ্রাম’-এর মাধ্যমে সীমান্তের শেষ গ্রামকে দেশের ‘প্রথম গ্রাম’ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য সীমান্ত এলাকা থেকে জনসংখ্যা হ্রাস রোধ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং সরকারি প্রকল্পগুলির শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। তিনি আরও জানান, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করতে ডেমাগ্রাফি মিশন চালু করা হয়েছে। তাঁর দাবি, সীমান্ত এলাকায় অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ অবৈধ অনুপ্রবেশ। এই ধরনের পরিবর্তনের তথ্য দ্রুত তৃণমূল স্তর থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রশাসনকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অমিত শাহ জানান, ভারত-মায়ানমার সীমান্তের ১,৬১০ কিলোমিটার অংশে ৩১ হাজার কোটি ব্যয়ে বেড়া নির্মাণের কাজ চলছে। তাঁর মতে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে অবৈধ অনুপ্রবেশ, মাদক পাচার, চোরচালান, প্রক্সি যুদ্ধ, উগ্রপন্থা, ড্রোন-সংক্রান্ত হুমকি, সাইবার অপরাধ এবং সংগঠিত অপরাধ দমনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য মিলবে। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকাকে আরও নিরাপদ ও বসবাসযোগ্য করে তোলার পাশাপাশি সেখান থেকে জনসংখ্যা হ্রাসও রোধ করা সম্ভব হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মতে, বিচ্ছিন্ন সীমান্ত চৌকির ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে একটি সমন্বিত, প্রযুক্তিনির্ভর এবং সক্রিয় সীমান্ত নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলাই এখন সরকারের অগ্রাধিকার।



ভারতীয় বিজ্ঞানীদের যুগান্তরী আবিষ্কার

অনির্বাণ রায়

৯ জুলাই : প্রাতিষ্ঠানিক ধ্যানধারণার উল্টো স্রোতে গিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করলেন। বিজ্ঞান দুনিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা ছিল, ধাতুর আলোক বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে তার রাসায়নিক গঠনের ওপরে। এই গঠন একবার স্থির করা গেলে, ধাতুর আলোক বৈশিষ্ট্যের কোনও তারতম্য ঘটে না। কার্যত রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যই ধাতুর আলোকতড়িৎ ক্রিয়া সহ অন্য আলোক সংক্রান্ত ধর্মগুলির নিয়ন্তা। ধাতুর এই বৈশিষ্ট্যকে পদার্থবিজ্ঞানের একটি মৌলিক ধর্ম হিসেবেই এতদিন বিবেচনা করা হতো। কিন্তু বহু দশকের সেই ধারণাকেই এবার চ্যালেঞ্জ জানালেন ভারতের বিজ্ঞানীরা। বেঙ্গালুরুর গবেষকদের এক যুগান্তকারী গবেষণায় প্রথমবার প্রমাণিত হয়েছে যে, ধাতুর উপর নিয়ন্ত্রিত যান্ত্রিক চাপ প্রয়োগ করে তার আলোক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা সম্ভব। গবেষকদের দাবি, এই আবিষ্কার কেবল মৌলিক পদার্থবিজ্ঞানের ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং, ভবিষ্যতের প্রোগ্রামযোগ্য ন্যানোফোটোনিক ডিভাইস, অপটিক্যাল কম্পিউটিং, অত্যাধুনিক সেন্সর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ফোটোনিক প্রসেসর এবং উচ্চগতির অপটিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নেও বিপ্লব ঘটাতে পারে। প্রসঙ্গত, ধাতুপৃষ্ঠের ওপরে নির্দিষ্ট বর্ণের আলো পড়লে, ধাতুর মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। এই ঘটনার পোষাকি নাম আলোক তড়িৎ ক্রিয়া। যার আবিষ্কারের পেছনে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের নাম রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পরিস্থিতির উন্নতি হলে দেখা যায়, আলো যখন কোনও ধাতুর উপর পড়ে, তখন ধাতুর পৃষ্ঠে উপস্থিত মুক্ত ইলেকট্রনগুলি নিঃসরণের আগে একসঙ্গে পেঁজুলামের মতো দুলতে শুরু করে। এই বিশেষ ঘটনাকে বলা হয় প্লাজমন রেজোন্যান্স। এই বিশেষ দোলনের মাধ্যমে আলোকে তার নিজস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়েও বহু গুণ ছোট অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করা যায়। যার কারণে আধুনিক ন্যানোফোটোনিজ্ঞ, বায়োসেন্সর, ক্যানসার শনাক্তকরণ প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন আলোক যন্ত্রের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। এই দোলন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রয়েছে ধাতুর প্লাজমা ফ্রিকোয়েন্সি। এটি নির্ভর করে ধাতুর মধ্যে উপস্থিত মুক্ত ইলেকট্রনের ঘনত্বের উপর। এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, ধাতুর রাসায়নিক গঠন নির্দিষ্ট হয়ে গেলে প্লাজমা ফ্রিকোয়েন্সিও স্থির হয়ে যায় এবং পরে তা আর পরিবর্তন করা যায় না। গবেষণার নয়া দিগন্ত খোলার

সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষাে প্লাজমা ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ধাতুর নিজস্ব ইলেকট্রনিক বৈশিষ্ট্যকে যান্ত্রিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সরাসরি পরিবর্তনের সম্ভাবনা কার্যত অনাবিষ্কৃতই ছিল। এই সীমাবদ্ধতাকেই অতিক্রম করেছেন বেঙ্গালুরুর জওহরলাল নেহরু সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড সায়েন্টিফিক রিসার্চের গবেষকরা। যান্ত্রিক চাপের অভিঘাত সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেছেন ১০ ন্যানোমিটার পুরু একটি টাইটানিয়াম নাইট্রাইডের ফিল্ম। মানবদেহের একটি চুলের তুলনায় যা ৮ হাজার গুণ বেশি পাতলা। উচ্চ তাপমাত্রায় স্থিতিশীলতা, রাসায়নিক সহনশীলতার মাত্রা অত্যন্ত বেশি হওয়ায়, টাইটানিয়াম নাইট্রাইডের পাতলা ফিল্ম ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন, গবেষক বিভাস সাহা। গবেষণাপত্রে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, টাইটানিয়াম নাইট্রাইডের যে ফিল্মে যান্ত্রিক চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেখানে প্লাজমন রেজোন্যান্সের শক্তি ০.৩০ থেকে ০.৪৫ ইলেকট্রন ভোল্ট পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধি সেইসব জায়গাতেই দেখা গিয়েছে, যেখানে যান্ত্রিক চাপ সবচেয়ে বেশি পড়েছে। এই পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের জন্য গবেষকরা একটি কম্পিউটার সিমুলেশন পরিচালনা করেন। সেখানে দেখা যায়, যান্ত্রিক চাপ বৃদ্ধির ফলে টাইটানিয়াম নাইট্রাইডের মধ্যে নাইট্রোজেন শূন্যস্থান তৈরি হওয়া সহজ হয়ে যায়। এই শূন্যস্থানগুলি অতিরিক্ত মুক্ত ইলেকট্রন সরবরাহ করে। ফলে ধাতুর ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। শূন্যস্থানে ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্লাজমা ফ্রিকোয়েন্সিও বাড়ে। তার ফলেই প্লাজমন রেজোন্যান্স উচ্চ শক্তির দিকে সরে যায়। গবেষণার অন্যতম প্রধান গবেষক বিভাস সাহা বলেন, "আমাদের গবেষণা দেখিয়েছে যে যান্ত্রিক চাপ ধাতুর প্লাজমটিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। টাইটানিয়াম নাইট্রাইডের মতো পদার্থে যান্ত্রিক চাপে অপটিক্যাল প্রতিক্রিয়া পরিবর্তন করা সম্ভব হওয়ায় প্লাজমটিক প্রযুক্তি সক্রিয় ও প্রোগ্রামযোগ্য হয়েছে। এর ফলে অন-চিপ ফোটোনিজ্ঞ এবং অপটিক্যাল সেলিং প্রযুক্তিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলবে। এই গবেষণায় অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ড. ম্যাগনাস গারব্রেখট, বিজয় ভাটিয়া এবং আলগাতা ইন্দিরা দেবী কমলাসানন পিল্লাই অংশগ্রহণ করেছেন। গবেষণাপত্রটি বিজ্ঞান সাময়িকী আমেরিকান কেমিকাল সোসাইটির ন্যানো লেটারসে প্রকাশিত হয়েছে।



স্যাটেলাইট ফোন

প্রথম পাতার পরে

বন্যঞ্চল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই চালু করা হয়েছে। স্যাটেলাইট ফোন পরিষেবার জন্য ইনমারস্যাটের ১৪টি যোগাযোগ উপগ্রহের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, প্রথম পর্যায়ে এই পরিষেবা দুর্যোগ মোকাবিলা সংস্থা, রাজ্য পুলিশ, রেল, সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থার জন্য চালু করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে বেসরকারি সংস্থা ও নির্দিষ্ট প্রয়োজনের সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্যও পরিষেবা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিকম্প, বন্যা বা ভূমিধসের সময় যখন মোবাইল টাওয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন স্যাটেলাইট ফোনই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ মাধ্যম হয়ে ওঠে। একইভাবে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার নৌযান, সীমান্তবর্তী নিরাপত্তা বাহিনী, পর্বতারোহী, গবেষক এবং দুর্গম অঞ্চলে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার জন্যও এই প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর। কেন্দ্রের মতে, স্যাটেলাইট-ভিত্তিক যোগাযোগ পরিষেবা সম্প্রসারণ দেশের কৌশলগত যোগাযোগ অবকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে। একই সঙ্গে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং দূরবর্তী অঞ্চলে প্রশাসনিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিএসএনএল জানিয়েছে, আগ্রহী ব্যক্তি বা সংস্থা সংস্থার নির্দিষ্ট হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন অথবা নিকটবর্তী বিএসএনএল কার্যালয়ে গিয়ে আবেদনপদ্ধতি ও পরিষেবা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। কেন্দ্রের আশা, ভবিষ্যতে স্যাটেলাইট যোগাযোগের বিস্তার দেশের ডিজিটাল সংযোগ ব্যবস্থাকে আরও নির্ভরযোগ্য ও সর্বব্যাপী করে তুলবে।